

ব্যবসায়ীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন কী?



ড. আর এম দেবনাথ

দেখছি বীমা খাতও আলোচনায় আসছে। যেমন গত মঙ্গলবারের কাগজে ব্যাংকের ওপর যেমন নেতিবাচক খবর আছে, তেমন নেতিবাচক খবর আছে বীমা খাতের ওপরও। প্রথমেই বীমা খাতের খবরের কথাই বলি, যা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বীমা সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বীমা খাতকে জীবনদান করতে হবে বীমা বাহুল্য, খুবই খাঁটি কথা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বীমা খাত আমাদের দেশে অত্যন্ত অর্হেলিত। এটা আমাদেরই দোষ। এই খাত নিয়ে আগে নজর দেয়া হয়নি। অর্থমন্ত্রীর আরও বলেছেন, বীমা খাত আরও উন্নতি লাভ করেছে। বীমা কোম্পানির সংখ্যা ভাল। কিন্তু ব্যাপার

তত বিস্তৃত হয়নি। অর্থমন্ত্রী আরও মনে করেন অবহেলার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঝুঁকি বাড়ছে। এই খাতে প্রশিক্ষিত লোক নেই। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। আমি অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমতের কোন সুযোগ পাচ্ছি না। কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়। এই খাতটি বেশ বড় খাত। ডজন ডজন কোম্পানি সাধারণ ও জীবন বীমা ব্যবসা করছে ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে। হিসাবে প্রায় ৩৪ বছর। ৩৪ বছর পর বলা হচ্ছে, এই খাতটি অবহেলিত। কিন্তু অবহেলিত হওয়ার মানে তো এ কথা নয় যে, তারা গ্রাহকের টাকা

পরিশোধ করবে না! অবহেলিত হওয়া মানে তো এই নয় যে, মালিকদের অনেকেই বীমা প্রিমিয়ামে তাদের ব্যবসা 'বীমা' করবে! অবহেলিত হওয়া মানে তো এই নয় যে, বীমা কোম্পানিগুলো গ্রাহকের লোকদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাবে! অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব হয়ে আসছে। আজও হচ্ছে। অনেকেই 'পুনর্বীমা' (রি-ইনসিওরেন্স) পর্যন্ত করে না। এসব অনিয়মের মধ্যেই এই খাত বড় হয়েছে এবং হচ্ছে। মাঝখানে একটা নিয়ন্ত্রণী সংস্থা করা হয় যার নাম 'ইনসিওরেন্স ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রিগুলেটরি' সংস্থা (ইডরা)। দেখা গেল সংস্থাটির অবদান খুবই কম। এমনকি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ব্যক্তিদের অনিয়মই প্রচুর। কাগজে এসব ছাপা হয়েছে। তবে আশার কথা ৩৪ বছর সরকারের বোধোদয় হয়েছে, এই খাতটি অবহেলিত। তাহলে এখন দরকার যথাযথ পদক্ষেপ। এই কাজটি যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল। সর্বপ্রথম দরকার বীমা গ্রাহকদের দাবি (ক্রেইম) খাতে যাতে নিয়মিত এবং সময়মতো পরিশোধ করা হয় তার একটা পাক্ষা ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানিগুলোর ব্যর্থতা পাহাড়সম। কোম্পানির পেছনে ঘুরতে ঘুরতে বীমা গ্রাহকরা তাদের 'ক্রেইমের' কথা শেষ পর্যন্ত ভুলেই যান। দ্বিতীয় দরকার 'কমিশন'-এর নামে যে লুট হয় তা বন্ধ করা। এই দুটো কাজ করতে পারলে বীমা কোম্পানির ওপর মানুষের আস্থা বাড়বে বলে মনে হয়। আমাদের নতুন প্রজন্মের বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ীদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তারা আমেরিকায় বসবাস করেন এবং চান আমেরিকার মতো ব্যবসা। কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি সেকেন্দ্রে। এই দ্বিচারিতা বন্ধ হওয়া দরকার ব্যাংকিং খাতেও। এই

খাতে যে কী হচ্ছে তা স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারবেন না। অবশ্যদৃষ্টে মনে হয়, সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই মুহূর্তে বিব্রত নতুন ছয়টি বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে। দেশে ৫৭টি ব্যাংকের মধ্যে এই ছয়টি ব্যাংক বেসরকারী খাতে এসেছে সবার পরে। কিন্তু আলোচনায় তারা সবার প্রথমে। তাদের সম্পর্কে এই পর্যন্ত কোন ভাল খবর যতদূর মনে পড়ে, পড়িনি। তারা আইনকানুন মানে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংক মানে না। যেসব শর্তে তাদের ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, তা তারা পূরণ করেনি। মালিকদের মধ্যে রয়েছে দলাদলি। ঋণ বিতরণে যথেষ্টাচার করছে তারা। এমনকি কর্মী, কর্মচারী নিয়েও তারা যথেষ্টাচার করছে বলে অভিযোগ। অথচ এদের মালিকরা সবাই সরকারী দলের বিখ্যাত সব ব্যক্তি। সরকারের, দলের বদনাম করে তারা দিব্য কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক 'জেগে' উঠেছে। একটি ব্যাংকের ওপর তারা বেশকিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এটা ভাল খবর। কিন্তু যেটা আমি বুঝতে অক্ষম তা হচ্ছে নতুন ব্যাংকের খবর। আবার নতুন ব্যাংক দেয়ার কথা হচ্ছে এমন সময়ে যখন সরকারী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের' আলোচনা সভায় পুরনো ব্যাংকগুলো নিয়েই আক্রমণাত্মক একটি খবর ছাপা হয়েছে।

একটি দৈনিকে দেখলাম সেখানে এক আলোচনা সভায় ব্যাংকাররা বলেছেন, 'নদী আর ভূমি দখলের মতো ব্যাংকিং খাতেও দখলদারিত্ব চলছে। এর প্রভাব পড়ছে সমাজ ব্যপনায়। দিনে দিনে বৈষম্য বাড়ছে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়নের জন্য শক্ত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ঘাটতি রয়েছে।' বলা বাহুল্য, উত্থাপিত অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর। চর দখল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নদী দখল হচ্ছে তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভূমির মালিক হওয়া এখন ভীষণ বিড়ম্বনা। কখন কে তা এক থান্ড মেরে নিয়ে যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের অবস্থাও তাই। এটা দারুণ দৃষ্টান্তের বিষয়। জমি একজন বা দুইজনের যায়; বড়জোর ২০-৫০ জনের। নদী দখল হলে তার ক্ষতি বহন করে সরকার। কারণ নদীর মালিক সরকার- যদিও প্রকারণের নদীর মালিক জনগণ। কিন্তু ব্যাংক দখল হলে তো বড় বিপদ? এখানে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চয় রক্ষিত থাকে। ব্যাংকের টাকা সরকারের টাকা নয়। ব্যাংক দখলদারদের হাতে গেলে এর পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য। অথচ অভিজ্ঞ ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, এদের অনেকেই সরকার সমর্থক এবং ফলাও করে যারা খবর ছাপছেন, তারা সরকারের মন্ত্রী, লোক। তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ায়? এটাই তো বিরোধীদের কথা নয়। অতীত সরকারের উচিত এসব কথা আমলে নেয়া। উল্টো বরং জনতে পাচ্ছি আরও দুটো নতুন ব্যাংক নাকি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে। কাগজে দেখলাম অর্থমন্ত্রী নতুন

ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। দেশে ইতোমধ্যেই কাজ করছে ৫৭টি ব্যাংক। যোগ হবে আরও দুটো ব্যাংক। বলা হচ্ছে পুলিশ, নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমানও ব্যাংকের জন্য দরখাস্ত করেছে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য 'সমৃদ্ধি সোপান ব্যাংকের' সুপারিশ করেছে 'পে কমিশন'। খবরে বলা হচ্ছে ৮০টি ব্যাংকের দরখাস্ত নাকি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা আছে। খুবই মজাদার খবর। ব্যাংকিং খাতের অবস্থা ভাল নয়। প্রতিদিন এ সম্পর্কে খবর ছাপা হচ্ছে। আগে বলা হতো সরকারী ব্যাংকের অবস্থা খারাপ। এখন বেসরকারী ব্যাংকের অবস্থাও যে

খারাপ খবরও ছাপা হচ্ছে। এমনকি লিজিং কোম্পানি জাতীয় যেসব 'নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট অব' (এনবিএফআই) আছে তাদের অবস্থাও নড়বড়ে। এর পরও দেখা যাচ্ছে শেয়ার বাজারে ব্যাংকের শেয়ার নিয়েই নর্তন-কূর্দন। এর অর্থ কী? সাধারণ শেয়ার মালিকরা খারাপ সংবাদ শোনার পরও কেন ব্যাংকের শেয়ার কেনে? তবে কী আসল খবর ভিন্ন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ব্যাংক যদি এত খারাপই হতো তাহলে সবাই ব্যাংকের ব্যবসা

করতে চায় কেন? ৮০টি দরখাস্ত নতুন ব্যাংকের জন্য। বর্তমানে আছে ৫৭টি। আরও ৮০টি নতুন ব্যাংকের দরখাস্ত। এর অর্থ কী? একটি ব্যাংক করতে ৪০০ কোটি টাকা পুঁজি লাগে। একদম পারিশোধিত টাকা বা পুঁজি। শুনেছি তাও এই টাকা 'সাদা টাকা' হতে হয়। এর অর্থ কী ৮০টি ব্যাংকের দরখাস্তকারীদের কাছে ৩২ হাজার কোটি 'কর পরিশোধিত' (ট্যাক্স পেইড) টাকা আছে? খুবই বড় খবর। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো খুশির খবর। না কি এই টাকা আসবে 'ব্যাংক ফিন্যান্স' থেকে? জানি না। যদি তা না হয়, তাহলে এতো আনন্দের সংবাদ দেশে এত কর পরিশোধিত টাকা আছে! এমনতাবস্থায় এসব ধনাত্মক ব্যক্তির কাছে আমরা একটা নিজের 'দরখাস্ত' আছে। সবাই জানি এটা নবেম্বর মাস। ডিসেম্বর এসে গেছে। দেশে এবং ঢাকা শহরে ভর্তি যুদ্ধ। ভাল স্কুল নেই, ভাল কলেজ নেই এমনকি ভাল বিশ্ববিদ্যালয় নেই, ইনস্টিটিউট নেই। বিশেষ করে নেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল তো হাতেগোনা। ওইসব স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য মন্ত্রীর সুপারিশ লাগে। এমতাবস্থায় ধনাত্মক ব্যক্তিদের কাছে আকুল

আবেদন- আপনারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক বানানোর দরখাস্ত তুলে নিয়ে তা প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিন। বলুন, আমরা সারাদেশে শত-শত ভাল প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চাই। আমরা আশ্রয়, ইংরেজী, বিজ্ঞান শিক্ষক গড়ে তুলতে চাই। যদি তা করেন তা হলে আমি নিশ্চিত দেশবাসী আপনাদের দোয়া করবেন এবং আপনাদের নবলব্ধ পুঁজি প্রকৃতপক্ষেই দেশের কাজে লাগবে। আপনারা ব্যাংকের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে দেশবাসী কৃতার্থ হবেন। আপনারা তা করবেন কী? জানার আগ্রহ রইল। আরও জানার আগ্রহ রইল সরকার আপনাদের স্কুল করতে উৎসাহিত করবে কী না। 'ইকোনমিক জোন' করুন, শিল্প করুন, ব্যবসা করুন, সঙ্গে সঙ্গে স্কুল করুন, ভাল স্কুল করুন, গাছ লাগান, খাল-বিল পুনর্নবন করুন- তাহলে দেশবাসী দোয়া করবে ব্যবসায়ী ভাইদের।

লেখক : সাবেক শিক্ষক, ঢাকা

